সময়ের ঝড়াপাতা

জসিম মল্লিক

এক অলস বিকেল। মন কেমন করা সময়। আসলে প্রকৃতি ভীষনভাবে মানুষের মনের উপর প্রভাব ফেলে। সেটা ছিল বিকেল আর সন্ধ্যার মাঝামাঝি একটা সময়। আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। একাকী। রাস্তাটার নাম হচ্ছে ডনলীয়া। লেয়ার্ড ড্রাইভ দিয়ে ডনলীয়া ধরে পশ্চিমে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে এ রকম একাকী হয়ে যাই আমি। বাইরের পৃথিবী আমাকে কেবল টানে। নির্জন রাস্তায় আমি হাঁটছি। এত নির্জন যে গা ছম ছম করে। ডনলীয়া সম্ভবত এগলিংটনে গিয়ে শেষ হয়েছে। তা হোক। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। ডনলীয়া ভালো না লাগলে আমি এক ব্লক পরই ডিভাডেল বা তার এক ব্লক পর ব্রডওয়ে ধরতে পারি। ব্রডওয়ে দিয়ে অল দ্য ওয়ে আমি ইয়াং স্ট্রীট পর্যন্ত চলে যেতে পারব। আমার যা ইচ্ছে আমি তাই করতে পারি। আমিতো কারও অনুগত নই। আমি স্বাধীন। কোনো কিছুতেই আমার বাধা নেই। আজন্ম স্বাধীন আমি।

সে বিকেলটা ছিল এক শনিবার। উইকএন্ড বলে আরও নির্জন। এলাকার বিত্তবানদের দু’একজন রুপসী তরুনীকে ক্বচিৎ দেখা যায়। ওসব আমি গ্রাহ্যই করছি না। আমার কোনো গন্তব্য নেই আসলে। যতদূর হেঁটে যাওয়া যায় আমি যাব। আমিতো নির্দিষ্ট কারও কাছে যাব না। আমার কারো কাছে যাওয়ার নেই। কেউ আমার জন্য অপেক্ষায়াও নেই। আমিও কারও জন্য অপেক্ষা করি না। আমি কার জন্য অপেক্ষা করব! পৃথিবীতে কেউ কারো নয়।

আজ কী আমার মনটা একটু উতলা! সম্ভবত। উতলা হলেই বা কী। এ রকম কী আর হয় না! হয়। অনেকেরই হয়। সবসময় যে এর কোনো কারণ থাকতে হবে তাওতো নয়। ওই যে বল্লাম প্রকৃতি মানুষের মনের উপর ভীষনভাবে প্রভাব ফেলে। আমি হাঁটছি আর প্রকৃতির পরিবর্তন দেখছি। কী অপরূপ সবকিছু। গাছের পাতারা কী অসাধার রূপ ধারন করেছে। ওরা যেনো কানে কানে বলছে দেখ দেখ আমি কত সুন্দর হতে পারি। কত বর্ণ আর বিভা আছে আমার মধ্যে। লাল, হলুদ, গোলাপী কত রঙ। কিন্তু এই সুন্দর সাজে সেজেও বাতাসের দমকে ঝড়ে যাচ্ছে পাতারা। ছর ছর করে উড়ে যাচ্ছে, গড়িয়ে যাচ্ছে। বাতাসে হীমেল পরশ। বাতাসের দমকে শিহরন জাগে। উদাস রাগে। আর ক’দিন পর পাতারাও আর থাকবে না। শুরু হবে প্রলম্বিত একঘেয়ে ঠান্ডা আর বরফের অত্যাচার। তাতেও আমার কিছু যায় আসে না। এসব আমি থোরাই কেয়ার করি।

এখন সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারের মধ্য দিয়েই আমি হেঁটে চলেছি। কোথায় যাচ্ছি আমি! আমি ইচ্ছে করলে হাঁটা থামিয়ে গাড়ি চড়ে চলে যেতে পারি অন্যকোথাও। গাড়ি চালাতে চালাতে ভুল হয়ে

যাবে। ভুল এক্সিটে চলে যাব। আনমনে প্রায়শই আমি ভুল রাস্তায় চলে যাই। বুঝতে পারি আমি একটা ইডিয়ট। আশে পাশের মানুষদের দেখি কত ক্যালকুলেটিভ তারা। বৈষয়িক। কত কী করে। কত কী করতে চায়। কত স্বপ্ন। কত আশা। কত লড়াই। জীবন ফেনানো। সবাই ছুটছে। কিসের নেশায়! আমি মানুষের এইসব অস্থিরতা দেখি। দেখার জন্য আমিও ছুটি। পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটে যাই। আর এই ছুটে চলার মধ্যেই অনেক হারানো মানুষদের কথা অশ্রুসজল হৃদয়ে মনে পড়ে। সে সব মানুষদের জন্য আমার মন কাঁদে। যাদের একবার দেখেছিলাম, কথা বলেছিলাম দু'দন্ড, বা যে মানুষগুলো হাতে রেখেছিল হাত, বুকে বুক, ঠোঁটে ঠোঁট তাদের কথা কি সহজে ভোলা যায়! কেউ কেউ পারে ভুলে যেতে, কেউ পারে না।

আজকাল প্রায়ই প্রিয় মানুষদের মৃত্যুর খবর শুনি। ক'দিন আগেই মারা গেলেন আমার এক সময়ের বিচিত্রার সহকর্মী প্রখ্যাত ফটো সাংবাদিক শামসুল ইসলাম আলমাজী। দীর্ঘদিন আমেরিকা প্রবাসী থাকার পর চলে গিয়েছিলেন দেশে। ভুগছিলেন পারকিনসন্স নামক অসুখে। আমার সাথে মাজী ভাইয়ের শেষ দেখা হয়েছিল ২০০০ সালে। বাংলাদেশে থাকি তখন। আমেরিকা গিয়েছিলাম বেড়াতে। জ্যাকসন হাইটস থেকে জ্যামাইকা পৌঁছে দিয়েছিলেন গাড়ি চালিয়ে এক রাতে। আর দেখিনি তাকে। ২০০৩ সালে আবার যখন আমেরিকা বেড়াতে আসি তখন তার চিকিৎসার জন্য কিছু ফান্ড আমার হাতে দিয়ে দিয়েছিলো তার এক সুহৃদ। ততদিনে তিনি দেশে ফিরে গেছেন। কত স্মৃতি আমাদের। স্মুতি ছাড়া মানুষের আর কিছুই থাকে না।

চলে গেলেন জনকন্ঠের নির্বাহী সাংবাদিক বোরহান আহমেদ। আমার অত্যন্ত প্রিয় বোরহান ভাইয়ের সাথে কতবার তার নিজের গ্রাম মানিকগঞ্জের দরগ্রামে গিয়েছি। সেখানে তিনি একটা স্কুল করেছিলেন। ক্রেতাস্বার্থ র্সরক্ষন কমিটি (ক্যাব) করেছিলেন। চলে গেলেন। এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার কথা না। ৪৭ বছর বয়সে চলে গেছে যুগান্তরের সাংবাদিক আহমদে ফারুক হাসান, আর ৩৮ শে চ্যানেল আইয়ের মাহবুব মতিন। অল্প সময়ের ব্যববধানে এতজন প্রিয় মানুষ আমরা হারিয়েছি। এভাবেই মানুষ চলে যায়। যে যায় সে আর ফেরে না। কবির ভাষায় বলতে হয়, 'যে যায় সে চলে যায়, যারা আছে তারাই জেনেছে।

মৃত্যু নামক 'মহান একটি ঘুম' আচমকা এসে হানা মারে। যেমন আমার মায়ের সাথে যখনই কথা হয় মা শুধু বলে ..চলে যাব বাবা, চলে যাব। সময় হয়ে গেছে। আর দেখবি না আমাকে। অনেকদিনতো বাঁচলাম। এখনও বেঁচে আছি শুধু তোর সাথে আবার যদি দেখা হয়। আবার যদি...। মা এভাবেই আমাকে দুর্বল করে দেয়। আমি শূন্য হয়ে যাই। মাথাটা ভোম্বল হয়ে যায়। মা এখনও বেঁচে আছে বলে বেঁচে থাকাটা অর্থহীন মনে হয় না।

jasim.mallik@gmail.com

Toronto